দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবেকানন্দের বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ও শ্রেণী বিন্যাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবেকানন্দের বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ও শ্রেণীবিন্যাস

কর্মযোগী বিবেকানন্দ মানবসেবাকে নিজের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি একটি সাহিত্যভাবনাকেও মনের মধ্যে লালান-পালন করতেন। বিবেকানন্দের এই সাহিত্যভাবনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানিয়েছেন—

> "তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মূল জীবনধর্মেরই অনুযায়ী—তিনি আদর্শায়িত সাহিত্যকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন, যদিও আদর্শায়িত বলতে তিনি জীবন-বিরহিত কিছু মনে করতেন না। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ও সংযোগ চাইই, সেখান থেকেই আহরণ করতে হবে প্রাণরস, কিন্তু জীবন মৃত্তিকাতেই আবদ্ধ—এমন নীচস্থ আধিভৌতিকতা তাঁর ছিল না। তিনি জীবনকে যতখানি বহির্গত ততোধিক অন্তর্নিহিত মনে করতেন। আর অন্তর ব্যাপারটিকে তিনি মনোবৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধিবেষ্টনীতে কারারুদ্ধও করতে রাজি হননি। তাঁর কাছে অন্তর্জগৎ সীমাহারা। বলা চলে, সীমার বন্ধনকে ভাঙাই গভীর মানুষের জীবনের সাধনা। সাহিত্যকে এই বিরাট ভূমিকায় তিনি দেখতে চেয়েছেন।"[১]

যুগপুরুষ বিবেকানন্দ ছিলেন প্রধানত একজন কর্মযোগী মানুষ। তিনি বারবার বাঙালি তথা ভারতবাসীকে কর্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে সমাজ ও দেশসেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এজন্য তিনি সংসার ধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করে প্রায় সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি দেশ-জাতি-মানুষ সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি মানুষের কর্মজীবনে উন্নতির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাও ভাবতেন। আর এই

ভাবনাগুলি অনেক সময় তিনি লিখিত আকারে প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশ করছেন। তিনি নিজের দেশ-বিদেশের ভ্রমণের বিবরণ দিয়ে গ্রন্থ রচনা করছেন, যা তাঁর ভ্রমণকাহিনি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আবার বিভিন্ন সময়ে বিবেকানন্দ যে প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন সেগুলিকেও সংকলিত করে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই ভ্রমণকাহিনি ও প্রবন্ধগ্রন্থগুলি বিবেকানন্দের প্রবন্ধ হিসেবে পরিগণিত হয়।

এদিকে বিবেকানন্দ তাঁর সমকালে একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসার আগে পর্যন্ত তিনি বৈষয়িক ভাবনার মধ্যেই নিয়োজিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবনার জাগরণ ঘটান। ফলে তিনি মানবসেবায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে প্রয়াসী হন। এজন্য একসময় সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে নরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠেন। এরপর পরিব্রাজকের জীবন গ্রহণ করে প্রায় সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন। জীবনের একটা সময়ে তিনি ভারতের বাইরে বিদেশেও ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের মধ্যে আমেরিকার শিকাগোতে ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান তো ছিলই, এর পাশাপশি তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দেশেও পা রাখেন। তবে তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই নিজের চারিত্রিক বলিষ্ঠতার কারণে প্রচুর বন্ধুবান্ধব ও অনুগামী তৈরি করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেককে তিনি নানাসময়ে নানা কাজ ও দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আবার কারও কারও সঙ্গে তিনি শুধুই নির্ভেজাল, নিঃশর্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখে গেছেন। এছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্য শিষ্য ও স্নেহধন্য হওয়ার কারণে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিমণ্ডলের অনেককে তিনি গুরুভ্রাতা হিসেবে

পেয়েছিলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত অনুরাগীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর এঁদের সঙ্গে নিয়েই গুরুদেবের আরাধ্য কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রধান দায়িত্ব বর্তেছিল তাঁর সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দের উপর। বিবেকানন্দও যথার্থ শিষ্যের ভূমিকা পালন করে এইসমস্ত গুরুভ্রাতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত অনুরাগীদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনা, দর্শন, আদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং গুরুদেবের অনেক অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এসবের ফলস্বরূপ বিবেকানন্দকে এইসমস্ত গুরুভ্রাতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত অনুরাগীদের পাশাপাশি নিজস্ব বন্ধুবান্ধব ও অনুগামীদের সঙ্গে আজীবন যোগাযোগ রেখে যেতে হয়েছে। তিনি এইসমস্ত যোগাযোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পত্রের মাধ্যমেই করতেন। ফলে তাঁকে প্রচুর চিঠিপত্র লিখতে হয়েছে। বিবেকানন্দের এই চিঠিপত্রগুলি পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে এবং সেগুলি তাঁর পত্রসাহিত্য বলে পরিগণিত হয়েছে।

এছাড়া বিবেকানন্দ বেশ কয়েকটি কবিতা ও গান রচনা করেছেন। আমরা এগুলিকেও তাঁর সাহিত্যকর্ম বললে অভিহিত করতে পারি। শুধু তাই নয়, বিবেকানন্দ একসময় অনুবাদকর্মেও হাত দিয়েছিলেন। আমরা তাঁর অনুবাদগুলিকেও সাহিত্য হিসেবে বিচার করব। তিনি নানা সময়ে নানা স্থানে দেশি-বিদেশি নানা ভাষায় তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন, যেগুলির সাহিত্যমূল্যও খুব একটা কম নয়। তবে বাংলা ভাষায় বিবেকানন্দের বক্তৃতার সংখ্যা খুব একটা বেশি নেই বললেই চলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিবেকানন্দের প্রচেষ্টাতেই 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছিল, যা এখনও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। 'উদ্বোধন'

পত্রিকা ছাড়াও তাঁর উদ্যোগে 'ব্রহ্মবাদিন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নিচে বিবেকানন্দের সমস্ত সাহিত্যকর্মের শ্রেণিবিন্যাস করে একটা তালিকা তৈরি করা হল; পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেই সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে ব্রতী হব। বিবেকানন্দের সাহিত্যকর্মের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপে করা যায়—

১। বিবেকানন্দের প্রবন্ধ সাহিত্য :

ক) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

খ) বর্তমান ভারত

গ) পরিব্রাজক

ঘ) ভাববার কথা।

২। বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য :

ক) সন্ন্যাসীভ্রাতাদের লেখা পত্র

খ) শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত অনুরাগী ও পরিব্রাজক জীবনে তাঁর সান্নিধ্যলাভকারী ব্যক্তিবর্গকে (দীক্ষিত শিষ্য ও শিষ্যাসহ) লেখা পত্র।

৩। বিবেকানন্দের কবিতা :

ক) সৃষ্টি

খ) প্রলয় বা গভীর সমাধি

গ) সখার প্রতি

ঘ) নাচুক তাহাতে শ্যামা

ঙ) গাই গীত শুনাতে তোমায়

চ) সাগরবক্ষে।

৪। বিবেকানন্দের অনুবাদকর্ম :

ক) শিক্ষা

খ) ঈশা-অনুসরণ

গ) বেদ-উপনিষদ-গীতার অনুবাদ।

৫। বিবেকানন্দের সৃষ্ট সংগীত :

ক) শিব সংগীত

খ) শ্রীকৃষ্ণ সংগীত

গ) শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজন

ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি

ঙ) শ্রীরামকৃষ্ণপ্রণামঃ

চ) শিবস্তোত্রম্

ছ) অম্বা-স্তোত্রম্

ইত্যাদি।

উল্লেখপঞ্জী

১। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (পঞ্চম খণ্ড) : শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৪৯।